65754 - রমজান মাসে কুরআন খতম করা মুস্তাহাব

প্রশ্ন

রমজান মাসে কুরআন খতম করা কি একজন মুসলমানের জন্য জরুরী? যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে আমি এ সংক্রান্ত হাদিস পেশ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

দলিলসহ মাসয়ালার বিধান জানার আগ্রহের কারণে প্রশ্নকারী ভাইকে ধন্যবাদ দিতে হয়। কোন সন্দেহ নেই এটাই হওয়া উচিত। প্রত্যেক মুসলমানের সে চেষ্টাই করা উচিত। যাতে করে তিনি কিতাব ও সুন্নাহর অনুসারী হতে পারেন।

ইরশাদুল ফুহুল গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪৫০-৪৫১) শাওকানী (রহঃ) বলেন:

যখন এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, একজন সাধারণ মানুষ আলেমকে জিজ্ঞেস করবে এবং একজন অপূর্ণ ব্যক্তি পরিপূর্ণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে, এরপর বলতে হয় সে ব্যক্তিদ্বীনদার ও তাকওয়াবান হিসেবে পরিচিত আলেমকে জিজ্ঞেস করবে- কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানবান আলেম কে? কোন সে ব্যক্তি যার কাছে কিতাব ও সুন্নাহ বুঝার মতো প্রয়োজনীয় জ্ঞান রয়েছে? যাতে করে তারা তাকে উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারেন। এরপর সে ব্যক্তি সন্ধানপ্রাপ্ত আলেমের কাছে গিয়ে তার মাসয়ালাটির কিতাব ও সুন্নাহ ভিত্তিক সমাধান চাইবে। এভাবে সে যথাযথ উৎস থেকে হক্ব বা সঠিক বিষয়টি গ্রহণ করবে। বিধানটি যিনি জানেন তার কাছ থেকে জানবে এবং যে আলেমের অভিমত শরিয়ত বিরোধি হওয়ার সম্ভাবনা আছে; সে মত থেকে নিজেকে নিষ্কৃতি দিবে।" সমাপ্ত

আদাবুল মুফতি ওয়াল মুসতাফতি গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৭১) ইবনুস সালাহ বলেছেন:

সামআনি উল্লেখ করেছেন যে, মুফতির কাছে দলিল তলব করতে কোন বাধা নেই। যাতে করে ফতোয়াপ্রার্থী সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে। মুফতি তাকে দলিল উল্লেখ করতে বাধ্য যদি ফতোয়াপ্রার্থী অকাট্যভাবে সেটা দাবী করে। আর যদি অকাট্যভাবে দাবী না করে তাহলে তিনি বাধ্য নন; কারণ হতে পারে সাধারণ মানুষের বোধ হয়তো সে পর্যায়ে পৌঁছবে না। আল্লাহই ভাল জানেন। সমাপ্ত।

দুই:

হ্যাঁ, রমজান মাসে অধকি পরমিাণ কুরআন তলোওয়াত করা এবং কুরআন খতম করতে সচষ্টে থাকা মুস্তাহাব। তবে সটো ফরজ নয়। অর্থাৎ খতম করতে না পারলে গুনাহ হবে না। তবে অনকে সওয়াব থকেে সে ব্যক্তি বঞ্চতি হবনে।

এর দললি হচ্ছে- আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে ইমাম বুখারি (৪৬১৪) বর্ণতি হাদসি: "জব্রিাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নকিট প্রতবিছর একবার কুরআন পাঠ পশে করতনে। আর যে বছর তনিি মারা যান সে বছর দুইবার পশে করনে।"

ইবনে কাছরি (রহঃ) 'আল-জামে ফি গারবিলি হাদসি' গ্রন্থে (৪/৬৪) বলনে:

অর্থাৎ তনিি তাঁকে যতটুকু কুরআন নাযলি হয়ছেে ততটুকু পাঠ করে শুনাতনে। সমাপ্ত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে অনুসরণে সলফে সালহেনিরে আদর্শ ছলি রমজান মাসে কুরআন খতম করা। ইব্রাহমি নাখায়ি বলনে: আসওয়াদ রমজানরে প্রতি দুই রাত্রতিে একবার কুরআন খতম করতনে।[আস- সয়িার, (৪/৫১)]

কাতাদা (রহঃ) সাতদনিে একবার কুরআন খতম করতনে। রমজান মাস এলে প্রতি তনিদনিে একবার কুরআন খতম করতনে। শষে দশ রাত্রি শুরু হলে প্রতি রাতে একবার কুরআন খতম করতনে।[আস সয়িার, (৫/২৭৬)]

মুজাহদি (রহঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি রমজানরে প্রতি রাত্রতিে কুরআন খতম করতনে।[নববরি 'আত তবিয়ান (পৃষ্ঠা-৭৪)] তনিি বলনে: উক্তটিরি সনদ সহহি।

মুজাহদি (রহঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, আলী আল-আযদি রমজানরে প্রতি রাত্রতিে একবার কুরআন খতম করতনে।[তাহযবিুল কামাল (২/৯৮৩)]

রবী' বনি সুলাইমান বলনে: শাফয়েী রমজান মাসে ষাটবার কুরআন খতম করতনে।[আস সয়িার (১০/৩৬)]

কাসমে বনি হাফযে ইবনে আসাকরি বলনে: আমার পতিা নয়িমতি জামাতে নামায ও কুরআন তলোওয়াত করতনে। প্রতি শুক্রবারে কুরআন খতম করতনে। রমজান মাসে প্রতদিনি খতম করতনে।[আস সয়িার (২০/৫৬২)]

ইমাম নববি কুরআন খতমরে সংখ্যা বষিয়ক মাসয়ালার উপর টীকা লখিতে গয়িে বলনে:

এ বষিয়ে নর্িবাচতি অভমিত হচ্ছে- ব্যক্তি বশিষেরে ভন্নিতার প্রক্ষেতিে এ মাসয়ালার বধিানও ভন্নি হবে। যে ব্যক্তি তার সূক্ষ্ম চন্তিা দয়িে খুঁটনিাটি বষিয় ঊদঘাটন করতে সক্ষম সে ব্যক্তি শুধু ততটুকু পড়বনে যতটুকু পড়ে তনিি এটি ভালভাবে

বুঝে নিতে পারনে।অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইলম বিতরণে অথবা দ্বীনের অন্য কোন বিশেষ দায়িত্বে অথবা মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রয়ছেনে তনিওি। সক্ষেত্রে তনিি ততটুকু পড়বনে যতটুকু পড়তে তার দায়িত্ব অবহলো না হয়। আর যদি ব্যক্তি এ শ্রণেীর কউে না হন তাহলে তনিি যত বশেি পড়তে পারনে তত বশেি পড়বনে; তবে যনে বরিক্তি আসার পর্যায়ে না পৌঁছে। সমাপ্ত[আত তবিয়ান (পৃষ্ঠা-৭৬)]

কুরআন তলোওয়াত ও কুরআন খতম করার এতো তাগদি ও এত গুরুত্বরে পরওে সটো মুস্তাহাব পর্যায়ে। এটি জরুরী ফরজ পর্যায়ে নয়; যটো না করলে কোন মুসলমান গুনাহগার হবনে।

শাইখ উছাইমীনকে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: রোজাদাররে উপর কুরআন খতম করা কি ফরজ?

তনিি উত্তরে বলনে: রমজান মাসে রোজাদাররে জন্য কুরআন খতম করা ফরজ নয়। তবে ব্যক্তরি উচতি রমজানে বশেি বশেি কুরআন পড়া। এটাই ছলি রাসূলরে আদর্শ।গোটা রমজান মাসে জব্রিাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাথে কুরআন পাঠ করতনে। সমাপ্ত [মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (২০/৫১৬)]

আরও জানতে দখেুন 66063 ও 26327 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জাননে।